দৈনিক

সৃজনশীল পদ্ধতিতে অসৃজনশীলতা

শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই

মুখস্থনির্ভর লেখাপড়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় সরকার চালু করে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও খোদ শিক্ষকরাই পুরোপুরি এ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কী শিখছে– এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও কথাবার্তা কম হয়নি। কিন্তু অব্যবস্থাপনা, অদূরদর্শিতা, দুর্নীতি এসবের কারণে সাফল্যের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে।

> বস্তুত শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিয়েই পদ্ধতিটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ায় এ বিপত্তি দেখা দিয়েছে। এই উদ্যোগ শতভাগ সফল করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি

সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পাঠদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মূল্যায়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শিক্ষকদের। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণের বাইরে থাকায় এর সুফল আসছে না। গতকাল আমাদের সময়ের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সৃজনশীল প্রশিক্ষণে গলদ ও অব্যবস্থাপনায় ৪ লাখ ৬৮ হাজার শিক্ষকের মধ্যে চার লাখেরও বেশি প্রশিক্ষণ পাননি।

শিক্ষকদের অভিযোগ, ন্যূনতম ধারণা না দিয়েই কারিগরি শিক্ষার তিন স্তরে ২০১১ সালে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়। এর তিন বছর পর ২০১৫ সালে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নামকাওয়াস্তে কিছু শিক্ষককে তিন বা ছয় দিনের প্রশিক্ষণ দেয়। সারা দেশে ৭ হাজার ২৭৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩ হাজার ৭১৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন। অর্থাৎ ৫১ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ শিক্ষক নিজেদের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশ্ন প্রণয়ন করতে পারেন। বাকি ৪৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারেন না।

সৃজনশীল পদ্ধতি যে লক্ষ্যে করা হয়েছিল তা কতটা কার্যকর করা যাচ্ছে, সেটিই এখন প্রশ্ন। কোনো পদ্ধতি বা নিয়ম যদি কার্যকর করা না যায়, তবে তা প্রণয়ন করা আর না করা সমান কথা। বস্তুত শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না দিয়েই পদ্ধতিটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়ায় এ বিপত্তি দেখা দিয়েছে। এই উদ্যোগ শতভাগ সফল করতে হলে প্রত্যেক শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি বলে আমরা মনে করি।